৪. ২০১০: ভারত সরকার এনভায়রনমেন্ট (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট ১৯৮৬ এর অধীনে ওয়েটল্যান্ডস্ (কনজারভেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) রুলস, ২০১০ তৈরি করেছিল।

৫. ২০১৭: ভারত সরকার পূর্ববর্তী রুলস্ ২০১০ বাতিল করে ওয়েটল্যান্ডস্ (কনজারভেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) রুলস্, ২০১৭ তৈরি করে।

৬. ২০২১ ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস্ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ইন্টিগ্রেটেড্ ম্যানেজমেন্ট প্লান অব ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস্ তৈরি করে।

এই অনন্য বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের ফলে পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক লাভ ঃ

- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি প্রাকৃতিক উপায়ে কলকাতা শহর থেকে উৎপন্ন দৈনিক প্রায় ৯১০ মিলিয়ন লিটার নিকাশী জল পরিশোধন করে। এজন্য এই জলাভূমি **'কলকাতার কিডনি'** বলে পরিগণিত হয়।
- এই ব্যাপক প্রাকৃতিক নিকাশী জল পরিশোধন ব্যবস্থা শুধুমাত্র গঙ্গাকে শহরের নিকাশী জল দ্বারা দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করে না বরং কোষাগার থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা খরচ বাঁচিয়ে নিকাশী জল পরিশোধনের জন্য শোধনাগার নির্মানের প্রয়োজনীয়তাও দূর করে।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বছরে ২২,০০০ টন মাছ, ১৬,০০০ টন ধান ও দৈনিক ১৫০ টন শাক-সজি উৎপাদন করে।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি নিখরচায় নিকাশী জল পরিশোধন এবং টাটকা খাদ্য সরবরাহ করে কলকাতাকে **পরিবেশগতভাবে ভর্তুকিযুক্ত (Subsidised)** শহর করে তুলেছে।
- বিগত বহুবছর ধরে জলাভূমির মানুষ তাদের পরম্পরাগত জ্ঞানের প্রয়োগে কঠিন ও তরল আবর্জনাকে মাছ, সজি ও ধান চাষে ব্যবহার করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থাকে **রিসোর্স রিকভারি সিস্টেম** বা **সম্পদের পুনরুদ্ধার** বলা হয়।
- এই জলাভূমির উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল বাতাস ও ময়লা জলে জমে থাকা কার্বনের ৬০ শতাংশ পৃথকীকরণ করে, তাই এই জলাভূমিকে **কলকাতার ফুসফুস**ও বলা হয়ে থাকে। এভাবে কার্বন শোষণ করে কলকাতার বাতাস থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস কমিয়ে দেয়।
- এটি শহরের হিট আইল্যান্ড এফেক্ট হ্রাস করে।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি তার সীমানার মধ্যে অবস্থিত ৩৭টি গ্রামে (মৌজা) বসবাসকারী ১,৫০,০০০ মানুষের জীবিকার সুযোগ প্রদান করে।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি শহরের বেসিন হিসাবে কাজ করে যা বৃষ্টি ও ঝড়ের সময় অতিরিক্ত জল স্বাভাবিকভাবে বের করে দিয়ে কলকাতাকে বন্যা ও জলমগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করে। এইভাবে এই জলাভূমি মানুষের দুর্দশা দূর করা ছাড়াও বিশাল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।
- এই জলাভূমি তার বিস্তীর্ণ জলাশয়গুলিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমবর্ধমান মহানগরকে পানীয় জলের একটি নিরবিচ্ছিন্ন এবং স্থায়ী উৎস প্রদান করে।
- পরিযায়ী পাখিদের বিচরণক্ষেত্রের পাশাপাশি পূর্ব কলকাতা জলাভূমি জীববৈচিত্রে ভরপুর। এখানে ৬৩৭ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১২৮৮ প্রজাতির প্রাণী সহ মোট ১৯২৫টি প্রজাতি নথিভূক্ত করা হয়েছে।

ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস্ ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উল্লিখযোগ্য কার্যের চিত্রসহযোগে সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

জলাভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

➢ LED সংযুক্ত মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির উপর নির্মিত একটি অডিও ভিজুয়াল বার্তা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এবং এর আশেপাশের এলাকায় প্রচারিত হচ্ছে। বার্তাটি www.ekwma.in ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সোসাল মিডিয়াতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

➢ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন (২রা ফেব্রুয়ারী)

➢ ব্যানার ও হোর্ডিং লাগানো

➢ শিক্ষামূলক ভ্রমন (অংশগ্রহনকারী ও ছাত্র, শিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী, গবেষক ইত্যাদি)

পূর্ব কলকাতা জলাভূমির মধ্যে বৃক্ষরোপণ

পূর্ব কলকাতা জলাভূমির মধ্যে বামনঘাটা, খেয়াদহ-১ এবং তাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে গত বর্ষায় ৫,২৬৯ টি চারা রোপণ করা হয়েছে। সবগুলিই বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত এবং এক বছরের রক্ষণাবেক্ষণে (জল দেওয়া, সার দেওয়া, মৃত চারার প্রতিস্থাপন ইত্যাদি) রয়েছে। বৃক্ষরোপণ হয়েছে এমন সমস্ত স্থানে এই কর্মসুচির বার্তা প্রদর্শনকারী বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

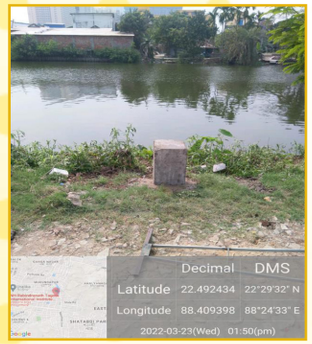

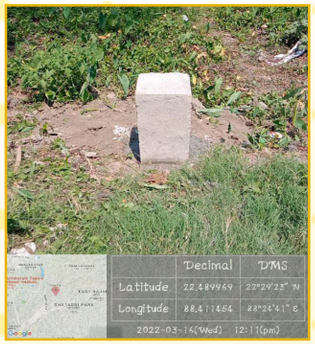

পূর্ব কলকাতা জলাভূমির সীমানা নির্ধারণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রতাপনগর, গড়াল, শামুকপোতা, নয়াবাদ, কাঁটিপোতা, রানাভুতিয়া, আটঘরা, মুকুন্দপুর, জগাতিপোতা, ভগবানপুর, করিমপুর, চক কোলার খাল, চৌবাগা এবং উত্তর ২৪ পরগনার ধাপা মানপুর মৌজায় মোট ৪০০ টি সীমানা নির্ধারণকারী পিলার বসানো হয়েছে।

আইন প্রনয়ণ

➢ পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকায় আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ৩৫৮টি FIR দায়ের করা হয়েছে।

➢ ২০২২ সালে ধলেন্দা মৌজায় ভরাট জলাশয়ের উপর নির্মিত পাচিল ভেঙ্গে জলাশয়টিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।